দ্য অটোমান এম্পায়ার

[উসমানি খিলাফতের ইতিহাস]

(প্রথম খণ্ড)

মূল : ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

অনুবাদ : আবদুর রশীদ তারাপাশী

কালান্তর প্রকাশনী

সূচি

ভূমিকা
পূর্বকথা

প্রথম অধ্যায়
তুর্কদের পূর্বপুরুষ # ৪১

প্রথম পরিচ্ছেদ

এক	: বংশপরম্পরা এবং আদিভূমি	৪৩
দুই	: মুসলিমবিশ্বের সঙ্গে তুর্কদের সংযোগ	৪৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
সেলজুক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা # ৪৭

এক	: সুলতান মুহাম্মাদ আলপ আরসালান (বাহাদুর সিংহ)	৪৯
দুই	: মালিক শাহ খিলাফত ও সাম্রাজ্যের ঐক্য ধরে রাখতে ব্যর্থতা	৫৫
তিন	: নিজামুল মুলক তুসি রাহ.	৫৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
পতনযুগের সেলজুক সাম্রাজ্য # ৬৭

দ্বিতীয় অধ্যায়
উসমানি সাম্রাজ্য : প্রতিষ্ঠা ও বিজয়সমূহ # ৭১

প্রথম পরিচ্ছেদ
উসমানি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা উসমান # ৭৫

এক	: প্রথম উসমানের নেতৃত্বগুণ	৭৭
দুই	: উসমানিদের রাষ্ট্রীয় সংবিধান	৮৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
সুলতান উরখান বিন উসমান # ৮৬

এক	: নতুন বাহিনী গঠন	৮৭
দুই	: উরখানের স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রনীতি	৯১
তিন	: লক্ষ্য বাস্তবায়নে উরখান সফল হওয়ার কারণ	৯৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সুলতান প্রথম মুরাদ # ৯৫

এক	: সুলতান মুরাদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডারদের ঐক্য	৯৬
দুই	: সুলতান মুরাদের শাহাদাত	৯৮

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সুলতান প্রথম বায়েজিদ # ১০৬

এক	: সার্বদের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক	১০৬
দুই	: উসমানিদের সামনে বুলগেরীয়দের নত হওয়া	১০৭
তিন	: উসমানি সাম্রাজ্যের বিপক্ষে ক্রুসেডীয় ঐক্য	১০৭
চার	: কনস্টান্টিনোপল অবরোধ	১১০
পাঁচ	: বায়েজিদ ও তৈমুর লংয়ের মধ্যকার যুদ্ধ	১১১
ছয়	: উসমানি সাম্রাজ্যের ভাঙন	১১৩
সাত	: গৃহযুদ্ধ	১১৫

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সুলতান প্রথম মুহাম্মাদ # ১১৯

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ # ১২৭

এক	: আলিম ও কবিদের সম্মান এবং পুণ্যকাজে আন্তরিকতা	১৩৪
দুই	: ইনতেকাল ও অসিয়ত	১৩৬

তৃতীয় অধ্যায়

সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহ ও কনস্টান্টিনোপল বিজয় # ১৩৮

প্রথম পরিচ্ছেদ

সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহ # ১৩৯

এক	: কনস্টান্টিনোপল বিজয়	১৪০
দুই	: বিজয়ের প্রস্তুতি	১৪৬
তিন	: তুমুল আক্রমণ	১৪৯
চার	: মুহাম্মাদ আল ফাতিহ এবং কনস্টান্টিনের মধ্যকার সংলাপ	১৫২
পাঁচ	: নৌবাহিনী-প্রধান বরখাস্ত এবং সুলতানের বীরত্ব	১৫৪
ছয়	: অতি বিস্ময়কর যুদ্ধকৌশল	১৫৬
সাত	: সহযোগীদের সঙ্গে কনস্টান্টিনের পরামর্শসভা	১৬০
আট	: উসমানিদের পক্ষ থেকে মনস্তাত্ত্বিক আক্রমণ	১৬১

নয় : উসমানিদের অতর্কিত অভিযান ১৬৪
দশ : সুলতান এবং কনস্টান্টিনের মধ্যে শেষ সংলাপ ১৬৬
এগারো : সুলতান কর্তৃক পরামর্শসভা আহ্বান ১৬৮
বারো : সৈন্যদের নির্দেশনা প্রদান ও যুদ্ধের তত্ত্বাবধান ১৭১
তেরো : সাহায্য আল্লাহর পক্ষ থেকে, বিজয় নিকটেই ১৭৫
চৌদ্দ : পরাজিত খ্রিষ্টানদের সঙ্গে সুলতানের আচরণ ১৭৯
পনেরো : কনস্টান্টিনোপলবাসীদের সঙ্গে দয়ার্দ্র আচরণ ১৮০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কনস্টান্টিনোপলের আধ্যাত্মিক বিজেতা শায়খ আক শামসুদ্দিন # ১৮৩

এক : শায়খ সুলতানের ব্যাপারে অহংকারের ভয় করতেন ১৮৭
দুই : ইনতেকাল ১৯০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইউরোপ ও মুসলিমবিশ্বে কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের প্রভাব # ১৯২

এক : মুসলিম-প্রাচ্যে ইসতাম্বুল বিজয়ের প্রতিক্রিয়া ১৯৫
দুই : মিসরের সুলতানকে লেখা মুহাম্মাদ আল ফাতিহের চিঠি ১৯৬
তিন : শরিফে মক্কার নামে মুহাম্মাদ আল ফাতিহের প্রেরিত পত্র ২০০

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের কারণ # ২০২

এক : সৈনিকদের প্রশিক্ষণে আলিমগণের অবদান ২০৪
দুই : মুহাম্মাদ আল ফাতিহের যুগে শরিয়ত প্রতিষ্ঠার প্রভাব ২০৮
তিন : কুরান থেকে প্রাপ্ত ঐশীনীতির বৈশিষ্ট্য ২০৯
চার : উসমানি সাম্রাজ্যের জীবনাচারের দুনিয়াবি প্রতিফল ২১১

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মুহাম্মাদ আল ফাতিহের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলি # ২১৮

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সুলতান ফাতিহের সংস্কারমূলক কর্মযজ্ঞ # ২২৩

এক : শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ২২৩
দুই : আলিমগণের সম্মানপ্রদর্শন ২২৪
তিন : কবি-সাহিত্যিকদের সম্মানপ্রদর্শন ২২৮
চার : অনুবাদের প্রতি গুরুত্ব প্রদান ২২৮
পাঁচ : নগর, স্থাপনা এবং হাসপাতাল নির্মাণ ২৩০
ছয় : শিল্প এবং বাণিজ্যব্যবস্থাপনা ২৩১

সাত : প্রাতিষ্ঠানিক বোর্ড প্রতিষ্ঠা ২৩১
আট : স্থলবাহিনীর পাশাপাশি নৌবাহিনী গঠন ২৩৩
নয় : ন্যায়পরায়ণতা ২৩৫

সপ্তম পরিচ্ছেদ
পুত্রের নামে সুলতান ফাতিহের অসিয়ত # ২৩৯

অষ্টম পরিচ্ছেদ
মুহাম্মাদ আল ফাতিহের ইনতেকাল এবং প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের প্রতিক্রিয়া # ২৬৩
এক : সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহের ইনতেকাল ২৬৩
দুই : সুলতান ফাতিহের ইনতেকালে পাশ্চাত্যের প্রতিক্রিয়া ২৬৩

চতুর্থ অধ্যায়
সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহের পর শক্তিমান সুলতানবৃন্দ # ২৬৯

প্রথম পরিচ্ছেদ
সুলতান দ্বিতীয় বায়েজিদ # ২৭০
এক : ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে ভাইয়ের সঙ্গে যুদ্ধ ২৭০
দুই : মিসরের মামলুকদের ব্যাপারে বায়েজিদের দৃষ্টিভঙ্গি ২৭২
তিন : বায়েজিদ এবং পশ্চিমা ডিপ্লোমেসি ২৭৩
চার : আন্দালুসের মুসলমানদের ব্যাপারে বায়েজিদের অবস্থান ২৭৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
সুলতান প্রথম সালিম # ২৯১
এক : শিয়া সাফাবিদের সঙ্গে যুদ্ধ ২৯৩
দুই : মামলুক সাম্রাজ্য আত্মীকরণ ৩০৩
তিন : উসমানি এবং পর্তুগিজদের মধ্যকার সংঘাত ৩১৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
সুলতান সুলায়মান আল কানুনি # ৩২৬
এক : শাসনামলের শুরুতে যেসব ফিতনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল ৩২৬
দুই : রোডস বিজয় ৩২৮
তিন : হাঙ্গেরি যুদ্ধ এবং ভিয়েনা অবরোধ ৩২৮
চার : উসমানি ও ফরাসিদের পরস্পর নিকটবর্তী হওয়া ৩২৯

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

উসমানি সাম্রাজ্য এবং উত্তর আফ্রিকা # ৩৩৪

এক	: বারবারুসা ভ্রাতৃদ্বয়ের বংশপরিচয়	৩৩৫
দুই	: খ্রিষ্টান যোদ্ধাদের মোকাবিলায় বারবারুসা ভাইদের কৃতিত্ব	৩৩৬
তিন	: উসমানিদের সঙ্গে চুক্তি	৩৩৯
চার	: আলজেরীয় জনগণ কর্তৃক সুলতান সালিম বরাবরে পত্র...	৩৪২
পাঁচ	: আলজেরিয়ার জনগণের ডাকে সুলতানের লাব্বাইক বলা	৩৪৪
ছয়	: খাইরুদ্দিনকে যেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়েছে	৩৪৬
সাত	: খাইরুদ্দিনের ইসতাম্বুল সফর	৩৪৮
আট	: মরক্কোয় খাইরুদ্দিনের জিহাদের প্রভাব	৩৫৩
নয়	: তিউনিসিয়ার উপর চার্লসের আধিপত্য	৩৫৫
দশ	: খাইরুদ্দিনের আলজেরিয়ায় প্রত্যাবর্তন	৩৫৬
এগারো	: পর্তুগিজ ডিপ্লোমেসি এবং উত্তর-আফ্রিকার ঐক্য ভেঙেপড়া	৩৫৭

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আল মুজাহিদুল কাবির হাসান আগা তুশি # ৩৫৯

এক	: চার্লসের পরিণতি	৩৬৬
দুই	: হাসান আগার ইনতেকাল	৩৬৮

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মুজাহিদ হাসান বিন খাইরুদ্দিন বারবারুসা # ৩৬৯

এক	: খাইরুদ্দিন বারবারুসার জীবনের অন্তিম দিনগুলো	৩৭১
দুই	: আলজেরিয়া থেকে হাসান বিন খাইরুদ্দিনের পদচ্যুতি	৩৭৬
তিন	: ফেজের গভর্নর মুহাম্মাদ সাদির নামে সুলায়মানের পত্র	৩৭৭
চার	: সালিহ রাইসের হাতে রাজ্যের দায়িত্ব অর্পণের ফরমান	৩৮১

সপ্তম অধ্যায়

সালিহ রাইসের রাজনীতি # ৩৮৩

এক	: বু-হাসুন ওয়াত্তাসির হত্যা	৩৮৬
দুই	: উসমানিদের বিপক্ষে স্পেন ও পর্তুগাল কর্তৃক সাদিদের সহায়তা	৩৮৭
তিন	: উসমানি গোয়েন্দাদের কাছে ষড়যন্ত্র উন্মোচন	৩৯১
চার	: সালিহ রাইসের ইনতেকাল	৩৯১
পাঁচ	: মুহাম্মাদ শায়খ সাদি কর্তৃক তিলমিসান দখল	৩৯২

ছয়	: মুহাম্মাদ শায়খের হত্যা	৩৯৪
সাত	: মরক্কোয় অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ	৩৯৪
আট	: ওয়াহরানের শাসক কাউডেট হত্যা	৩৯৫

অষ্টম পরিচ্ছেদ

স্প্যানিশদের পরাস্ত করতে হাসান বিন খাইরুদ্দিনের রাজনীতি # ৩৯৭

এক	: উসমানি নৌবহরের তিউনিসিয়ার জের্বা দ্বীপ আক্রমণ	৪০১
দুই	: হাসান বিন খাইরুদ্দিনের গ্রেফতারি এবং ইসতাম্বুলে প্রেরণ	৪০১
তিন	: হাসান বিন খাইরুদ্দিনের পুনরায় আলজেরিয়ায় প্রত্যাবর্তন	৪০২
চার	: মাল্টায় সেনা অভিযান	৪০৪
পাঁচ	: হাসান বিন খাইরুদ্দিন উসমানি নৌবহরের অধিনায়ক	৪০৫
ছয়	: আলজেরিয়ার 'বেলরেবেক' পদে কলজ আলির নিযুক্তি	৪০৬
সাত	: উসমানি সাম্রাজ্যের দ্বিতীয়বার তিউনিসিয়া দখল	৪০৬
আট	: আন্দালুসের মুসলমানদের বিদ্রোহ	৪০৮
নয়	: আন্দালুসের মুসলমানদের সঙ্গে গালিব বিল্লাহ সাদির গাদ্দারি	৪০৯
দশ	: স্পেনের মুসলমানদের পক্ষে কলজ আলির ভূমিকা	৪১০

নবম পরিচ্ছেদ

আল মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ বিন আবদুল্লাহ আল গালিব আস সাদি # ৪১৪

এক	: মুতাওয়াক্কিল ও পর্তুগিজ অধিপতি সেবাস্তিয়ানের সন্ধি	৪১৭
দুই	: ওয়াদিল মাখাজিনের যুদ্ধ	৪১৭
তিন	: খ্রিষ্টানদের সৈন্য সমাবেশ	৪১৮
চার	: মরক্কোর সেনাবাহিনী	৪১৯
পাঁচ	: মুসলিম ও পর্তুগিজবাহিনীর সেনাসংখ্যা	৪২২
ছয়	: ওয়াদিল মাখাজিনযুদ্ধে বিজয়ের কারণ	৪২৮
সাত	: যুদ্ধের ফল	৪৩০
আট	: সাদিদের জন্য উসমানিদের প্রস্তাব	৪৩৪
নয়	: আলজেরিয়ার শাসকের জিহাদ এবং অবস্থার পরিবর্তন	৪৩৭
দশ	: আলজেরিয়ায় বেলরেবেক পদের সমাপ্তি	৪৩৮

প্রথম পরিচ্ছেদ

তুর্কদের পূর্বপুরুষ

এক. বংশপরম্পরা এবং আদিভূমি

পূর্বে মঙ্গোলিয়া এবং চীনের পাথুরে পাহাড়ি ভূমি থেকে পশ্চিমে কাস্পিয়ান-সাগর পর্যন্ত এবং উত্তরে সাইবেরিয়ার আদিগন্ত ভূমি থেকে দক্ষিণে হিন্দুস্থান ও পারস্যের প্রান্ত-ছোঁয়া বিশাল বিস্তীর্ণ যে অঞ্চলটি ইসলামি ইতিহাসে মা-ওয়ারাউন নাহার নামে পরিচিত, যে ভূখণ্ডকে আমরা তুর্কিস্তান নামেও স্মরণ করে থাকি—এককালে সেটা ছিল বিখ্যাত গুজ[৪] গোত্রের জন্মভূমি। ওই গোত্রের বড় বড় যে কটি শাখা-বংশ সেখানে বাস করত, তাদেরকে তুর্ক বা আতরাক নামেও ডাকা হতো।[৫]

খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ অর্ধাংশে এ গোষ্ঠীগুলো তাদের জন্মস্থানকে চিরকালের মতো বিদায় জানিয়ে দলে দলে অভিবাসী হচ্ছিল এশিয়া মাইনর-অভিমুখে। কেন ওরা এভাবে জন্মভূমির ভালোবাসা ত্যাগ করে অজানার উদ্দেশে পাড়ি জমাচ্ছিল, এ ব্যাপারে ইতিহাসবিদদের ভিন্নমত লক্ষ করা যায়। কেউ কেউ অর্থনৈতিক সমস্যা তথা প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষের ফলে খাদ্যঘাটতি ও ক্রমবর্ধমান জনস্ফীতিকে এর কারণ হিসেবে দায়ী করে থাকেন। তারা বলেন, 'দুর্ভিক্ষের শিকার হয়েই তারা এমন জায়গার খোঁজে বেরিয়ে পড়েছিল, যেখানে রয়েছে বিস্তীর্ণ চারণভূমি এবং জীবন ও জীবিকা নির্বাহের পর্যাপ্ত সুবিধা।'[৬]

কারও কারও মতে, 'তাদের এহেন বাস্তুচ্যুতির পেছনে সক্রিয় ছিল রাজনৈতিক কারণ। তারা মঙ্গোলদের মতো এমন কিছু শত্রুর আক্রোশের

---

৪ *তারিখুত তুরক ফি এশিয়া আল উসতা*, বার্তুলদ, তরজমা আহমদ আল ইদ : ১০৬।

৫ *আখবারুল উমারা ওয়াল মুলুকিস সালাজুকিয়্যাহ*, তাহকিক মুহাম্মাদ নুরুদ্দিন : ২, ৪।

৬ *কিয়ামুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ* : ৮।

শিকার হয়েছিল, যারা সংখ্যা এবং শক্তিতে ছিল তাদের চেয়ে অনেক ভারি এবং হিংস্র। প্রবল সেই শত্রুতা থেকে আত্মরক্ষার তাগিদেই তারা জন্মভূমি তুর্কিস্তানকে[৭] জানিয়েছিল আল-বিদা এবং খুঁজে ফিরছিল এমন নিরাপদ ভূখণ্ড, যেখানে রয়েছে জীবনের আশ্বাস আর শান্তি ও নিরাপত্তার আশা।' এ অভিমত হচ্ছে ড. আবদুল লতিফ আবদুল্লাহ বিন দাহিশের।[৮] মঙ্গোলদের শত্রুতা থেকে আত্মরক্ষার জন্যই তারা পশ্চিম দিকে বের হয়ে আমু দরিয়ার তীরবর্তী এলাকায় আবাস গড়ে নিয়েছিল। এরপর কালপরিক্রমায় সেখান থেকে ক্রমান্বয়ে তাবরিস্তান এবং জুরজানে[৯] এসে বসত গড়ে তোলে। এভাবেই তুর্করা একসময় সেই মুসলিম ভূখণ্ডগুলোর প্রতিবেশী হয়ে ওঠে, যেসব অঞ্চল ২১ হিজরি/৬৪১ খ্রিষ্টাব্দে নাহাওয়ান্দ যুদ্ধের পর এবং পারস্যের সাসানি সাম্রাজ্যের বিলুপ্তির পর মুসলমানরা জয় করে নিয়েছিল।[১০]

দুই. মুসলিমবিশ্বের সঙ্গে তুর্কদের সংযোগ

২২ হিজরি/৬৪২ খ্রিষ্টাব্দে মুসলিমবাহিনী তুর্কদের বাসস্থান বিলাদুল বাবের দিকে অভিযান পরিচালনা করে। মুসলিমবাহিনীর সেনাপতি আবদুর রহমান বিন রাবিয়া রা. তুর্ক নেতা শাহারবারজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। শাহারবারজ আবদুর রহমান রা.-এর কাছে সন্ধির আবেদন জানিয়ে বলেন, আমি আরমেনীয়দের ওপর আক্রমণের উদ্দেশ্যে মুসলিমবাহিনীতে অংশ নিতে চাই। আবদুর রহমান রা. তখন তাকে কমান্ডার সুরাকা বিন আমর রা.-এর কাছে পাঠিয়ে দেন। শাহারবারজ তাঁর কাছে পৌঁছে নিজের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। সুরাকা রা. তার প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং বিষয়টি অবহিত করে তিনি খলিফা উমর রা. বরাবর একটি পত্র প্রেরণ করেন। উমর রা. সুরাকার অভিমতের সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করলে তুর্কদের সঙ্গে মুসলমানদের সন্ধি পূর্ণতায় পৌঁছায়। এভাবে কোনো যুদ্ধ ছাড়াই তুর্করা মুসলমানদের সহযোগী হয়ে ওঠে। এরপর উভয় শক্তি মিলে আরমেনীয়দের ওপর আক্রমণ করলে সেখানে ইসলামের বিস্তৃতি ঘটে।[১১]

---

৭ *কিতাবুস সুলুক*, আহমদ আল মাকরিজি : খণ্ড-১, অধ্যায়-১, পৃ.-৩।

৮ *কিয়ামুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ*, ড. আবদুল লতিফ দাহিশ : ৮।

৯ *আল কামিল ফিত তারিখ* : ৮/২২।

১০ *নিহাওন্দ*, শাওকি আবু খলিল: ৫৫-৭০।

১১ *তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক*, মুহাম্মাদ বিন জারির তাবারি : ৩/২৫৬, ২৫৭।

পরে মুসলিমবাহিনী পারস্যের উত্তর পূর্বাঞ্চলের দিকে এগিয়ে যায়, যাতে সাসানি সাম্রাজ্যের পতনোত্তর উক্ত অঞ্চলে একত্ববাদের দাওয়াতের ব্যাপ্তি ঘটানো সম্ভব হয়। এ ছিল সেই ভূখণ্ড, যা মুসলিমবাহিনীর উত্তরাঞ্চলে এগিয়ে যাবার জন্য ছিল সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক। সন্ধির ফলে এ বাধা অপসারিত হলে মুসলমানদের জন্য রাস্তা সুগম হয়ে ওঠে এবং তুর্কদের সঙ্গে মুসলমানদের সম্পর্ক অধিকতর গভীর হতে থাকে। একপর্যায়ে তুর্করা ইসলামি শিক্ষায় প্রভাবিত হয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় চলে আসে এবং ইসলামের মুজাহিদদের সারিতে যুক্ত হয়ে ইসলামের প্রচার-প্রসারে অবিস্মরণীয় অবদান রাখে।[১২]

কালপরিক্রমায় উসমান রা.-এর খিলাফতকালে পুরো তাবরিস্তান মুসলমানদের কর্তৃত্বে চলে আসে। হিজরি ৩১ সনে মুসলিমবাহিনী আমু দরিয়া অতিক্রম করে মা-ওয়ারাউন নাহার অঞ্চলে ছাউনি ফেললে তুর্করা দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে এসে জড়ো হতে থাকে। অতঃপর জিহাদে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচার-প্রসারে আত্মনিবেদিত হয়ে ওঠে।[১৩]

এরপরও মুসলিমবাহিনীর অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে এবং মুআবিয়া বিন আবু সুফিয়ান রা.-এর খিলাফতকালে বুখারা বিজিত হয়। সফলতা ও বিজয়ের ধারা অব্যাহত থাকলে একসময় সমরকন্দও ইসলামি সাম্রাজ্যের আওতাধীন হয়ে যায়। মুসলিম মুজাহিদরা বিজয়ের এ ধারা অব্যাহত রাখার ফলে একসময় পুরো মা-ওয়ারাউন নাহার ইসলামি সাম্রাজ্যের অংশে পরিণত হয়। সেখানকার অধিবাসী তুর্করা খাঁটি ইসলামি সভ্যতার আলোয় আলোকিত মানুষ হয়ে যায়।[১৪]

কালের ব্যবধানে আব্বাসি খলিফাদের দরবারে তুর্কদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়তে শুরু করে। খিলাফতের প্রতিটি বিভাগে তুর্কদের একটা বৃহৎ অংশের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। সেনাবিভাগ, কাতিবপদসহ খিলাফতের এমন কোনো বিভাগ ছিল না, যেখানে তুর্কদের উপস্থিতি ছিল না। তুর্কদের মধ্যে আল্লাহ প্রদত্ত যোগ্যতাই তাদেরকে এই স্তরে পৌঁছে দিয়েছিল।

১২ *আদ দাওলাতুল উসমানিয়্যাহ ওয়াশ শিরকুল আরাবি*, মুহাম্মাদ আনিস : ১২, ১৩।

১৩ *ফুতুহুল বুলদান*, আহমদ বিন ইয়াহইয়া বালাজুরি : ৪০৫-৪০৯।

১৪ *খোরাসান*, মাহমুদ শাকির : ২০, ৩৫।

খলিফা মুতাসিম খিলাফতের আসনে সমাসীন হলে তুর্কদের সামনে খিলাফতের উচ্চতর পদগুলোরও দরজা উন্মুক্ত হয়। সাম্রাজ্যের বড় বড় পদে তাদের আসীন করা হয়। তখন তারা রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারক পর্যায়ে কাজ করার সুযোগ পেতে থাকে। তুর্কদের এভাবে উচ্চপর্যায়ে আসীন করার মাধ্যমে মূলত খলিফা মুতাসিম সেই ইরানিদের শক্তির মেরুদণ্ড গুঁড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন, যারা খলিফা মামুনের যুগে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদগুলো কুক্ষিগত করে নিয়েছিল এবং ধীরে ধীরে দাম্ভিক হয়ে উঠেছিল।

খলিফা মুতাসিম কর্তৃক গৃহীত এ পদক্ষেপ মানুষকে উত্তেজিত করে তুলছিল। সাধারণ জনতা এবং সামরিক-বিভাগে অস্থিরতা বিরাজ করছিল। এ কারণেই মুতাসিম নতুন একটি শহরের ভিত গড়ে নিয়েছিলেন, যেখানে তিনি কেবল তাঁর অনুগত বাহিনী এবং সমমনা ও সমর্থকদের নিয়ে বসবাস করতেন। সেই শহরের নাম ছিল সামাররা, যা ছিল বাগদাদ থেকে ১২৫ কিলোমিটার দূরে।

এভাবেই ইসলামি ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ যুগে তুর্করা রাষ্ট্রক্ষমতায় বিশেষ স্থান দখল করে নিতে সক্ষম হয় এবং একপর্যায়ে তারা বিশাল ইসলামি সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। তাদের সাম্রাজ্যের সঙ্গে আব্বাসি খলিফাদের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক তৈরি হয়। এই সাম্রাজ্যই ইতিহাসে সেলজুক সাম্রাজ্য নামে পরিচিত।[১৫]

---

১৫ *কিয়ামুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ* : ৮।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সেলজুক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা

মুসলিম আরবের পূর্বাঞ্চলে সংঘটিত ঘটনাবলির মঞ্চে সেলজুকদের অভ্যুদয় এই অঞ্চলের রাজনৈতিক বিবর্তনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। একদিকে আব্বাসি খিলাফত তাদেরকে নিজেদের সাম্রাজ্যের অধীন রাখার প্রয়াস চালাচ্ছিল; অপরদিকে শিয়াদের ফাতেমি খিলাফতও নিজেদের দিকে তাদের টানছিল।

সেই টানাপোড়েন পরিস্থিতির মধ্যেই সেলজুকরা হিজরি পঞ্চম শতাব্দী মোতাবেক ১১শ খ্রিষ্টাব্দে তাদের সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করে। তাদের সে সালতানাতের ব্যাপ্তি ছিল খোরাসান, মা-ওয়ারাউন নাহার, ইরান, ইরাক, শাম থেকে নিয়ে এশিয়া মাইনর পর্যন্ত। এ সাম্রাজ্যের প্রথম কেন্দ্র ছিল ইরানের রায় শহরে। যদিও পরবর্তীকালে কেন্দ্রটি বাগদাদে স্থানান্তরিত হয়। তখন খোরাসান, মা-ওয়ারাউন নাহার, কিরমান, শাম অঞ্চল, (সালাজাকায়ে শাম) এবং এশিয়া মাইনর (সালাজাকায়ে রোম) নামক কয়েকটি ছোট ছোট সালতানাতে বিভক্ত থাকলেও এগুলো ছিল ইরান ও ইরাকস্থ কেন্দ্রীয় সেলজুক সাম্রাজ্যের আওতাধীন।

সেলজুকরা বাগদাদের আব্বাসি খিলাফতের এবং আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতাদর্শকে খুব সহায়তা করে। এই সাম্রাজ্য একদিকে ইরান ও ইরাকস্থ বোয়াইহি শিয়া; অপরদিকে মিসরস্থ ফাতেমি শিয়াদের ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়। সেলজুকরা প্রথমে বোয়াইহিদের ধ্বংস করে। পরে ফাতেমি খিলাফতের সামনেও বাধার বিন্ধ্যাচল হয়ে দাঁড়ায়।[১৬]

সেলজুক সরদার তুগরুল বেগ ৪৪৭ হিজরিতে বোয়াইহিদের শাসনের বিলুপ্তি ঘটিয়েছিলেন। উদ্ভূত বিদ্রোহগুলো কঠোর হাতে দমনপূর্বক মসজিদসমূহের

১৬ *আস সালাতিন ফিল মাশরিকিল আরবি*, ড. ইসাম মুহাম্মাদ শাবারু : ১৭১।